স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতি এবং পঞ্চাবয়বী ন্যায়

অন্নংভট্ট নব্য নৈয়ায়িক হলেও লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। তাঁর মতে, ‘‘স্বার্থানুমিতি-পরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণম্’’। অর্থাৎ কি স্বার্থানুমিতি কি পরার্থানুমিতি সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির করণ।

ন্যায়মতে, এই পরামর্শ বলতে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকে বোঝায়। প্রথমে মহানসাদিতে যে ধূম দর্শন বা ধূমের জ্ঞান হয়, এই ধূম জ্ঞানই পরবর্তী অনুমিতির উৎপত্তিতে প্রথম ধূম(লিঙ্গ) দর্শনরূপে স্বীকৃত। অতঃপর ঐ ধূম দর্শনকারী যদি কখনও পর্বতে বেড়াতে যান এবং দূর হতে পর্বতে ধূমকে দেখতে পান, তাহলে ঐ ধূম দর্শনকে দ্বিতীয় ধূম(লিঙ্গ) দর্শন বলে। মহানসাদিতে প্রথম ধূম দর্শনের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়েছিল, দ্বিতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে 'ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্য' এরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। এরপর 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এরূপে পর্বতের সাথে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই ধূমজ্ঞানকে তৃতীয় ধূমজ্ঞান বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলে। যার অব্যবহিত পরেই 'পর্বতটি বহ্নিমান্' এরূপ অনুমিতি জন্মায়। তৃতীয় ধূমজ্ঞান উৎপন্ন হলে যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহলে পরক্ষণেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়। তাই এই তৃতীয় ধূমজ্ঞানকে বহ্নি অনুমিতির প্রতি চরম কারণ বা করণ বলা হয়।

স্বার্থানুমানের লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্ট বলেন, ‘‘স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ’’। অর্থাৎ অনুমাতার নিজের সাধ্যানুমিতি হয় যে অনুমানের দ্বারা, সেই অনুমানকে স্বার্থানুমান বলে।

যেমন কোন ব্যক্তির স্বয়ং কোন অধিকরণে ধূম ও আগুনের সহচার দর্শন কিংবা একাধিক অধিকরণে ধূম ও আগুনের সহচার দর্শনের পর যদি তার এরূপ জ্ঞান হয় ‘যেখানে ধূম সেখানে আগুন’ বা ‘ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্য’ (এই জ্ঞানকে ন্যায়দর্শনের পরিভাষায় ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে), অতঃপর ঐ ব্যক্তি যদি পাহাড়ে বেড়াতে যান এবং সংশয় হয় পাহাড়ে আগুন আছে কি নাই। তারপর দূর থেকে পাহাড়ে অবিচ্ছিন্নমূলা ধূম দেখতে পান এবং এরপর তার ঐ পূর্ব ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, ব্যাপ্তি স্মরণের পর তার ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ’ এরূপ যদি জ্ঞান(লিঙ্গ পরামর্শ) উৎপন্ন হয় তাহলে তার জ্ঞান হবে ‘পর্বতটি বহ্নিমান্’। এই জ্ঞানকে স্বার্থানুমিতি এবং এর করণকে স্বার্থানুমান বলে।

পরার্থানুমানের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘‘যত্তু স্বয়ং ধূমাদগ্নিমনুমায় পরপ্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চাবয়ববাক্যং প্রযুজ্যতে তৎ পরার্থানুমানম্’’। কোন ব্যক্তি নিজে ধূমের দ্বারা আগুনের অনুমান করার পরে অপরকে ঐ অনুমিত অগ্নির অস্তিত্ব জানানোর জন্য যে পাঁচটি অবয়ব বিশিষ্ট বাক্য গঠন করেন, ঐ অবয়ব বাক্য জন্য অপরের যে অনুমান হয়, ঐ অনুমানকে পরার্থানুমান বলে। এই পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব হল নিম্নরূপ।

১) প্রতিজ্ঞা - পর্বতটি বহ্নিমান্।
২) হেতু - যেহেতু পর্বতটি ধূমবান্।
৩) উদাহরণ - যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি - (যেমন রান্নাঘর)।
৪) উপনয় - পর্বতটি ঐরূপ অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্।
৫) নিগমন - পর্বতটি বহ্নিমান্।

উক্ত পাঁচটি বাক্যকে ন্যায় দর্শনে মহাবাক্য বলে। এই পাঁচটি বাক্য শুনে শ্রোতার পর্বতে বহ্নির জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের বোধক বাক্য হল পর্বতটি বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্(পরামর্শ জ্ঞান)। এটিকেই অন্নংভট্ট পরার্থানুমান বলেছেন। এই জ্ঞানের দ্বারা শ্রোতার পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়।

এই অনুমানের তিনটি পদ - পক্ষ, সাধ্য ও হেতু পদ। যে অধিকরণে সাধ্যের সন্দেহ হয় তাকে পক্ষ বলে(সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ)। যার সাহায্যে পক্ষে সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাধ্য সম্পর্কে জ্ঞান হয় তাকে হেতু বলে। সাধ্য হল তাই যা পক্ষে অনুমিত হয় বা অনুমাতা যাকে হেতুর সাহায্যে সাধন করতে চান তাই হল সাধ্য। উক্ত পরার্থানুমানের পর্বত হল পক্ষ। যেহেতু পর্বতে বহ্নি আছে কিনা সন্দেহ করা হয়েছিল। বহ্নি হল সাধ্য এবং ধূম হল হেতু।

সাধ্যকে ব্যাপক ও হেতুকে ব্যাপ্য বলা হয়। কারণ সাধ্য হেতু অপেক্ষা অধিক অধিকরণে বিদ্যমান থাকে। হেতুকে ব্যাপ্য বলে। কারণ হেতু সাধ্য অপেক্ষা কম অধিকরণে বিদ্যমান থাকে। যেমন বহ্নি ধূম অপেক্ষা বেশি অধিকরণে বিদ্যমান থাকায় বহ্নি ব্যাপক। পর্বত, গোষ্ঠ, চত্ত্বর, রান্নাঘর প্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে সেখানে তো বহ্নি থাকেই। আবার উত্তপ্ত লৌহশলাকা, ইলেক্ট্রিক হিটার, ইলেকট্রিক্ চুল্লি প্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে না সেখানেও বহ্নি থাকে। ফলে ধূম ব্যাপ্য বহ্নি ব্যাপক। আর এইজন্যই ব্যপ্তি সম্পর্ককে হেতু সাধ্যের সম্পর্ক বা ব্যাপ্য ব্যাপকের সম্পর্ক বলে।

এখন পরার্থানুমানের অবয়বগুলি সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞা বাক্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলেন, সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মিমাত্রের বোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলে। ভাষ্যকার বলেন, প্রজ্ঞাপনীয় অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর নিজমতানুসারে প্রতিপাদনীয় ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্মীর ‘পরিগ্রহবচন’ বা বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা যা সাধ্য নির্দেশ করে। যেমন শব্দঃ অনিত্যঃ - এই বাক্য। তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকাতে অন্নংভট্ট বলেন, ‘‘সাধ্যবত্তয়া পক্ষবচনং প্রতিজ্ঞা’’ অর্থাৎ পক্ষকে সাধ্যবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদনকারী বাক্যই প্রতিজ্ঞা।

অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেন, ‘‘পঞ্চম্যন্তং লিঙ্গপ্রতিপাদকং বচনং হেতুঃ’’। পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত লিঙ্গ বা হেতুর প্রতিপাদক বাক্যকে হেতুবাক্য বলে। তবে এই হেতু কিন্তু ব্যাপ্তির দ্বারা অবিশেষিত হেতু। কিন্তু পরে উপনয় বাক্যে যে হেতুর কথা বলা হবে ঐ হেতু ব্যাপ্তির দ্বারা বিশেষিত হেতু। কেবল হেতু নয়।
অন্নংভট্ট তাঁর রচিত দীপিকা টীকাতে বলেন, ‘‘ব্যাপ্তিপ্রতিপাদকং বচনমুদাহরণম্’’ অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যের অথবা সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তি প্রতিপাদক বাক্যকে উদাহরণ বলে। যেমন ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ - এই অনুমিতির যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি যেমন রান্নাঘর অথবা যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূম নাই যেমন জলহ্রদ - এরূপ বাক্যকে উদাহরণ বাক্য বলে।

অন্নংভট্ট চতুর্থ মহাবাক্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-লিঙ্গপ্রতিপাদকং বচনমুপনয়ঃ’’ - ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বা লিঙ্গের সম্বন্ধ প্রতিপাদক বাক্য উপনয়। যেমন ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ - এই অনুমিতি স্থলে ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্’ এই বাক্য উপনয়। উপনয় বাক্যের সাথে উদাহরণ বাক্যের একটি সম্পর্ক আছে। কারণ উদাহরণ বাক্য যদি অন্বয় ব্যাপ্তি বোধক বাক্য হয় তাহলে উপনয় বাক্যের দ্বারা পক্ষে সহিত অন্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হয়। আবার যদি উদাহরণ বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় তাহলে উপনয় বাক্যে পক্ষে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হয়। এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ উক্ত উভয় উপনয় বাক্যের প্রকাশে প্রথমটির ক্ষেত্রে বলেন, ‘তথা চ অয়ম্’, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বলেন, ‘ন চ নায়ং তথা’।

তর্কসংগ্রহকার বলেন, ‘‘হেতুসাধ্যবত্তয়া (পক্ষপ্রতিপাদকং) বচনং নিগমনম্’’ অর্থাৎ যে বাক্য ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতা বিশিষ্ট হেতুর সামর্থ্যে পক্ষের সাধ্যবত্তা প্রতিপাদন করে, তাকে নিগমন বাক্য বলে। ‘তস্মাৎ তথা’ এরূপ বাক্য নিগমন বাক্যের দৃষ্টান্ত।

অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকা টীকাতে বলেন, প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োজন পক্ষজ্ঞানের জন্য। লিঙ্গজ্ঞানের জন্য হেতুবাক্যের প্রয়োজন। ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য উদাহরণ বাক্যের প্রয়োজন। পক্ষধর্মতা জ্ঞানের জন্য উপনয় বাক্যের প্রয়োজন এবং সর্বশেষ নিগমন বাক্যের প্রয়োজন অবাধিত্বাদি অর্থাৎ অবাধিতত্ব ও অসৎ প্রতিপক্ষত্বের জ্ঞানের জন্য।(পক্ষজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাপ্রয়োজনম্। লিঙ্গজ্ঞানং হেতুপ্রয়োজনম্। ব্যাপ্তিজ্ঞানমুদাহরণপ্রয়োজনম্। পক্ষধর্মতা- জ্ঞানমুপনয়প্রয়োজনম্। অবাধিতত্বাদিকং নিগমনপ্রয়োজনম্)।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ